ইউনিট–১২

খ্রিষ্টিয় জীবনের অধিকার ও দায়িত্ব

ভূমিকা

ঈশ্বর মানুষকে অসীম মর্যাদা দিয়ে তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজ পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে পাপ থেকে উদ্ধার করে আমাদেরকে তাঁর সন্তান করেছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর চান যেন আমরা স্বেচ্ছায় তাঁর আদেশ মেনে চলি এবং ইহজগতে ও পরজগতে অনন্ত সুখ লাভ করি।

এই জগতে মানুষ অনেক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, মানুষের সহযোগিতা ও নিজ সাধনাবলে মানুষ এসব সম্ভাবনাকে বিকশিত করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন এবং ভালমন্দ বেছে নেবার ক্ষমতা দিয়েছেন। সঠিক গঠন ও পরিচালনা পেলে মানুষ জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, মন্দকে জয় করে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চলে নিজেকে বিকশিত করতে পারে এবং সাথে সাথে অপরকেও সুখী ও অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে সহায়তা করতে পারে।

দেহ, মন ও হৃদয়-আত্মায় সুস্থ সবল থাকলে মানুষ অপরের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে এবং সমাজে ও মন্ডলীতে তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। দৈহিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে যেমন নিয়মিত পরিমিত আহার-নিদ্রা ও পানভোজন করতে হয়, তেমনিভাবে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ-সবল থাকার জন্য মানুষকে অবশ্যই কতকগুলো বিধি-বিধান বা নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর অন্যথা হলে মানুষ নিজের কাছে এবং অপরের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে নিজেও কষ্ট পায় এবং অপরের জন্যেও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি এক ধরনের ব্যাধি। যারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত তারা যে শুধু টাকা অপচয় করে তা নয়, উপরন্তু তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং এ ধরনের অভ্যাস গড়ে তোলা অনুচিত।

ঈশ্বর মানুষকে নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরেরই দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে নর ও নারী পরিবার গড়ে তোলে। সমাজের বিশিষ্ট একক এই পরিবারই সন্তানের জন্মদান, তার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও গঠন-প্রশিক্ষণের শ্রেষ্ঠ স্থান বলে বিবেচিত। স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান এবং ভাইবোনের মধ্যে সুসম্পর্কই মানুষের প্রকৃত গঠন ও বিকাশ সম্ভব করে তোলে। নারীদের প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন, যৌতুকের দাবিতে তাদের প্রতি পাশবিক আচরণ, মেয়েদের উত্যক্ত করা, বখাটেপনা, সন্ত্রাসী মনোভাব, ইত্যাদি যার মধ্যে থাকে সে নিজে হয় পশুতুল্য এবং তার সংস্পর্শে যারা আসে তারা হয় অন্যায়ের শিকার।

মানুষ স্বার্থপর হয়ে একা একা জীবন যাপন করতে পারে না। তার নিজের প্রয়োজনেই তাকে অপরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। আর তার জন্য তাকে নিজের ও অপরের মৌলিক অধিকার ও নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। তার নিজের যেমন মর্যাদা ও অধিকার আছে, অপরেরও তেমনি মর্যাদা ও অধিকার আছে। নিজের অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া এবং অপরের অধিকার নিশ্চিত করা মানুষের দায়িত্ব। মানুষ হিসাবে এই পাস্পরিক মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, ধর্মেরই অঙ্গ। সেই সাথে যে প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে আমরা বাস করি তার পরিবেশ সংরক্ষণেরও দায়িত্ব আমাদেরই।

এই ইউনিটে আমরা উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কয়েকটি ভাগে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানা এবং সবার সাথে সহযোগিতা করে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পাঠ–১ : বিবেকের গঠন এবং ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ

(রোমীয় ২:৫–১৬, প্রজ্ঞা ১:২–৭ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বিবেক গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিবেকের কাজ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- মানুষের ভাল কাজের সুফল ও মন্দ কাজের পরিণাম সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- বিবেকবান মানুষ হবার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.১.১ ঈশ্বরের ন্যায় বিচার

তোমার মন কঠিন; তুমি তো পাপ থেকে মন ফিরাতে চাও না। সেইজন্য যেদিন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পাবে সেই দিনের জন্য তুমি তোমার পাওনা শাস্তি জমা করে রাখছ। সেই সময়েই ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে। তিনি প্রত্যেকজনকে তার কাজ হিসাবে ফল দেবেন। যারা ধৈর্যের সংগে ভাল কাজ করে ঈশ্বরের কাছ থেকে গৌরব, সম্মান এবং ধ্বংসহীন জীবন পেতে চায়, ঈশ্বর তাদেরই অনন্ত জীবন দেবেন। কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছামতো চলে আর সত্যকে না মেনে অন্যায়কে মেনে চলে ঈশ্বর তাদের ভীষণ শাস্তি দেবেন। যারা পাপ করে বেড়ায় তাদের প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা হবে – প্রথমে যিহুদীদের, তার পরে অযিহুদীদের। কিন্তু যারা ভাল কাজ করে তারা গৌরব, সম্মান ও শান্তি লাভ করবে – প্রথমে যিহুদীরা, তারপর অযিহুদীরা। এতে দেখা যায়, ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান।

১২.১.২

মোশির আইন-কানুনের বাইরে থাকা অবস্থায় যারা পাপ করে, তারা আইন-কানুন ছাড়াই ধ্বংস হবে। কিন্তু যারা আইন-কানুনের ভিতরে থেকে পাপ করে, তাদের বিচার আইন-কানুনের দ্বারাই হবে। যারা কেবল আইন-কানুনের কথা শোনে তারা ঈশ্বরের চোখে নির্দোষ নয়, কিন্তু যারা আইন-কানুন পালন করে ঈশ্বর তাদেরই নির্দোষ বলে গ্রহণ করবেন। অযিহুদীরা মোশির আইন-কানুন পায় নি, কিন্তু তবুও তারা যখন নিজে থেকেই আইন-কানুন মতো কাজ করে তখন আইন-কানুন না পেয়েও তারা নিজেরাই নিজেদের আইন-কানুন হয়ে ওঠে। এতে দেখা যায় যে, আইন-কানুন মতে যা করা উচিত তা তাদের অন্তরেই লেখা আছে। তাদের বিবেকও সেই একই সাক্ষ্য দেয়। তাদের চিন্তা কোন কোন সময় তাদের দোষী করে, আবার কোন কোন সময় তাদের পক্ষেও থাকে। ঈশ্বর যেদিন যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের গোপন সব কিছুর বিচার করবেন সেই দিনই তা প্রকাশ পাবে। আমি যে সুখবর প্রচার করি সেই অনুসারেই এই বিচার হবে।

১২.১.৩ প্রভুর সম্বন্ধে যেমন চিন্তা করা সমীচীন, সর্বদা তেমন চিন্তাই ক'রো এবং সরল চিত্তেই তাঁর অন্বেষণ ক'রো;
কারণ তারাই তাঁকে পায়, যারা তাঁকে করে না যাচাই:
তাঁকে যারা অবিশ্বাস করে না কখনো, তাদেরই কাছে নিজেকে ধরা দেন তিনি।
কুটিল চিন্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষকে দূরেই নিয়ে যায়;
কেউ তাঁর শক্তি পরীক্ষা করলে তাঁর শক্তিই প্রমাণ করে যে, সে কত নির্বোধ!
কারণ প্রজ্ঞা ধূর্ত মানুষের অন্তরে কোন দিনও করবে না প্রবেশ;
পাপের কাছে বাঁধা দেওয়া কোন দেহেও সে বাস করবে না কোন দিন।

১২.১.৪

মানুষকে জ্ঞানের দীক্ষা দেয় যে পবিত্র আত্মিক প্রেরণা,
সে তো ছলনার কাছ থেকে থাকবে দূরেই; এড়িয়েই চলবে যত বুদ্ধিহীন চিন্তাভাবনা।
অন্যায়-অধর্ম দেখা দিলে সে তো অন্তরে সঙ্কুচিত হবে।
প্রজ্ঞা এমনই এক আত্মিক প্রেরণা, সে যেন মানুষের বন্ধুর মতো।
কিন্তু যে-কেউ ঈশ্বর-নিন্দা করে, ওই কথা বলার শাস্তি থেকে
প্রজ্ঞা তাকে দেবে না রেহাই;
কারণ ওই মানুষের ভেতরটাও যে পরমেশ্বর দেখছেন নিজেই;
তার হৃদয়টা সত্যের দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করে দেখছেন তিনি,
তার প্রতিটি কথাই শুনতে পাচ্ছেন তিনি।
কারণ প্রভুর সেই আত্মিক প্রেরণা যে পূর্ণ করে আছে এই বিশ্বচরাচর;

আর এই যে-প্রেরণা এক ক'রে রেখেছে সবকিছুই,
মানুষ যা কিছু বলে, সে তো তার অজানা থাকে না!

সার-সংক্ষেপ

বিবেক হচ্ছে আমাদের হৃদয়-গভীরে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। সেই স্বর প্রতিনিয়ত আমাদের নির্দেশ দেয় আমরা যেন ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালটা বেছে নেই এবং মন্দটাকে বর্জন করি। আমরা যখন ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে ভালোটাকে বেছে নেই তখন বিবেক আমাদের সমর্থন জানায়, আর যখন আমরা মন্দটাকে বেছে নেই তখন বিবেক আমাদের দংশন করে।

একদিন আমাদের সব কাজের একটা চূড়ান্ত মূল্যায়ন হবে। স্বচ্ছ বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চললে আমরা পাই স্বস্তি ও শান্তি এবং পরিণামে আমরা পাব অনন্ত জীবন, আর বিবেকের নির্দেশ অমান্য করলে আমরা লক্ষ্যচ্যুত ও কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ি এবং পরিণামে পাব অনন্ত শাস্তি।

ভাল বা মন্দকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বিবেকের সঠিক গঠন প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের বাণী, মন্ডলীর শিক্ষা ও আদেশ-নির্দেশ, গুরুজনদের উপদেশ ও পরামর্শ আমাদের বিবেকের গঠন পেতে সাহায্য করে। সুগঠিত বিবেক আমাদের জীবনে অতি মূল্যবান শক্তি বা আলোকবর্তিকার ন্যায়। প্রকৃতপক্ষে বিবেকের মধ্য দিয়ে প্রভুর আত্মিক প্রেরণাই আমাদের মন-হৃদয় আলোকিত করে। তখন আমরা জীবনে সঠিক পথ বেছে নিতে পারি এবং আমাদের নিজের ও অপরের জীবনকে ঘিরে সিদ্ধান্তগুলো হয় কল্যাণকর।

মনে রাখুন

যারা ভাল কাজ করে তারা গৌরব, সম্মান ও শান্তি লাভ করে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

মোশী: (ইউনিট ৭.১ এর শব্দটীকা দেখুন)

বিবেক : মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

মোশীর আইন

পুরাতন নিয়মে সীনাই পর্বতে মোশীর কাছে প্রদত্ত হয়েছিল দশ-আজ্ঞা ও অন্যান্য নানাবিধ আজ্ঞা। বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে ও অন্যান্য শিক্ষায় প্রকাশিত ঈশ্বরের কাজকে বুঝায়। যিহুদীগণ আইন-কানুন পালন করে ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করতো। পুরাতন নিয়মের আইন-কানুনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর প্রত্যেক জনকে তার কাজ হিসাবে কী দিবেন?
   ক) মজুরি দিবেন — খ) পুরস্কার দিবেন
   গ) ফল দিবেন — ঘ) ছাড়পত্র দিবেন

২। যারা সত্যকে মেনে না চলে অন্যায়ের পথে চলে ঈশ্বর তাদেরকে কী করবেন?
   ক) ভীষণ শাস্তি দিবেন — খ) কারাগারে নিক্ষেপ করবেন
   গ) বেত্রাঘাত করবেন — ঘ) মেরে ফেলবেন

৩। যারা পাপ করে বেড়ায় তারা কী লাভ করবে?
   ক) তাদের পতন ঘটবে — খ) তাদের দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা হবে
   গ) তারা মারা যাবে — ঘ) তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট হবে

৪। যারা ভাল কাজ করে তারা কী লাভ করবে?
   ক) অনেক ধনসম্পদ — খ) দীর্ঘায়ু
   গ) গৌরব, সম্মান ও শান্তি — ঘ) বিত্তবৈভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি

৫। আইন-কানুন মতে যা করা উচিত তা কোথায় লেখা আছে?
   ক) মানুষের অন্তরে — খ) বাইবেলে
   গ) সংবিধানে — ঘ) যিহুদী ধর্মশাস্ত্রে

পাঠ–২ : খ্রিষ্টিয় স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ

গালাতীয় ৫:১, ১৩-২৬ পদ এবং 'আমার জীবনে যীশু'র ১৫ অধ্যায়ের অংশবিশেষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- খ্রিষ্টিয় স্বাধীনতার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পবিত্র আত্মার বশে চলার ফলগুলো কী, তা বলতে পারবেন।
- পাপ-স্বভাবের বশে চলার পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.২.১ পবিত্র আত্মা ও পাপ স্বভাব

খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন যেন আমরা স্বাধীন থাকতে পারি।সেইজন্য তোমরা স্থির থাক, যেন কেউ আবার তোমাদের দাস বানাতে না পারে।

ভাইয়েরা, স্বাধীন হবার জন্যই তো ঈশ্বর তোমাদের ডেকেছেন। কিন্তু তোমাদের পাপ-স্বভাবের ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করবার জন্য এই স্বাধীনতা ব্যবহার কোরো না। তার চেয়ে বরং ভালোবাসার মনোভাব নিয়ে একে অন্যের সেবা কর, কারণ সমস্ত আইন-কানুন মিলিয়ে এক কথায় বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাসবে।" কিন্তু যদি তোমরা একে অন্যের সংগে ঝগড়াঝাঁটি ও হিংসাহিংসি কর তবে সাবধান! এই রকম করলে তোমরা তো একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলবে।

১২.২.২

আমি যা বলছি তা এই – তোমরা পবিত্র আত্মার অধীনে চলাফেরা কর। তা করলে তোমরা পাপ-স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করবে না। পাপ-স্বভাব যা চায় তা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে এবং পবিত্র আত্মা যা চান তা পাপ-স্বভাবের বিরুদ্ধে। পাপ-স্বভাব ও পবিত্র আত্মা একে অন্যের বিরুদ্ধে বলে তোমরা যা করতে চাও তা কর না। তোমরা যদি পবিত্র আত্মার দ্বারাই পরিচালিত হও তবে তোমরা আইন-কানুনের অধীনে নও।

১২.২.৩

পাপ-স্বভাবের কাজগুলো স্পষ্টই দেখা যায়। সেগুলো হল – ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা-পূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করে মদ খাওয়া, আর এই রকম আরও অনেক কিছু। আমি যেমন এর আগে তোমাদের সতর্ক করেছিলাম এখনও তা-ই করে বলছি, যারা এই রকম কাজ করে ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না।

১২.২.৪

কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল – ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন। এই সবের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই। যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা তাদের পাপ-স্বভাবকে তার সমস্ত কামনা-বাসনাসুদ্ধ ক্রুশে দিয়ে শেষ করে ফেলেছে। যদি আমরা পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে জীবন পেয়ে থাকি তবে এসো, আমরা পবিত্র আত্মার অধীনেই চলাফেরা করি। আমরা যেন মিথ্যা বড়াই না করি এবং একে অন্যকে বিরক্ত ও হিংসা না করি।

১২.২.৫

"অধিকারের সঙ্গে সমানভাবেই কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকে। আবার আমাদের কর্তব্য থাকতে পারে – নিজেদের কাছে, অন্যদের কাছে এবং ভগবানের কাছে।

একবার ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় চিন্তা কী?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভগবানের কাছে আমার নিজের দায়িত্ব।'বাস কিংবা রিক্সার ভাড়া না দিয়ে নেমে যাওয়া কি ঠিক? দোকান বা লাইব্রেরি থেকে কোন কিছু চুরি করে আনা কি ন্যায়সঙ্গত? যানবাহন চলাচলের নিয়মকানুন ভঙ্গ করা, লাইব্রেরির বইয়ের পাতা কেটে ফেলা কিংবা জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করা কি উচিত? নকল করে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করার মধ্যে কি প্রকৃত বিদ্যা অর্জনের স্বাদ থাকতে পারে? বনভোজনের জন্য নির্ধারিত সুন্দর পরিষ্কার জায়গাগুলোতে নোংরা আবর্জনা ফেলে

রেখে আসা কি কোন ভদ্র বা সভ্য লোকের পরিচয় হতে পারে? দায়িত্বে অবহেলা, কাজে ফাঁকি দেওয়া, ঘুষ গ্রহণ করা বা ঘুষ দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করা কি কোন ভাল মানুষের লক্ষণ হতে পারে?

সার-সংক্ষেপ

মানুষের মধ্যে দু'টি স্বভাব কাজ করে – পাপ-স্বভাব ও পবিত্র আত্মার দেওয়া আত্মিক স্বভাব। এ দু'টো পরস্পর বিরোধী – এ দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবসময় লেগেই আছে। মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় যখন সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে। দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি এবং প্রভু যীশুর আত্মাকে লাভ করেছি। এই আত্মাই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেন প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে। 'এই আত্মার বশে চললে যে ফলগুলো দেখা যায় তা হলো – ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল-স্বভাব, বিশ্বস্ড়তা, নম্রতা ও নিজেকে দমন। পক্ষান্তরে, পাপ-স্বভাবের কাজগুলো হল – ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা-পূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করে মদ খাওয়া, ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মানুষ যখন বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে ভালমন্দের পার্থক্য বুঝে নিয়ে মন্দকে বর্জন করে এবং যা সৎ ও ভাল তাকে বেছে নেয় তখনই মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

মনে রাখুন

পবিত্র আত্মার ফল হলো – ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল-স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

পাপ-স্বভাব : মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন বা ঈশ্বর বিরোধী স্বভাব। ইহা পবিত্র আত্মার দেওয়া স্বভাবের বিপরীত।

ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টার : ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। তিনি সুবক্তা, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন কিসের জন্য?
   ক) স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার জন্য
   খ) স্বাধীন থাকার জন্য
   গ) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার জন্য
   ঘ) স্বাধীনতার স্বীকৃতি পাবার জন্য

২। নিচের কোন্‌টি আত্মার বশে চলার ফল?
   ক) সহযোগিতা খ) শান্তি
   গ) ঈর্ষা ঘ) প্রতিযোগিতা

৩। নিচের কোন্‌টি পাপ-স্বভাবের ফল?
   ক) শান্তি খ) প্রেম
   গ) আনন্দ ঘ) দলাদলি

৪। সমস্ত আইন-কানুন মিলিয়ে এক কথায় কী বলা হয়েছে?
   ক) ঈশ্বরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসবে
   খ) ঈশ্বরকে নিজের মতো ভালোবাসবে
   গ) তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসবে
   ঘ) অ-খীষ্টানদের নিজের মতো ভালোবাসবে

পাঠ–৩ : ধূমপান ও সুরাপান : জীবন ও আত্মার বিনাশকারী

১করি ৩:১৬–১৭; প্রবচন-গ্রন্থ ২০:১; ২১:১৭; ২৩:১৯–২১, ২৯–৩২; ৩১:৪ক–৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বদভ্যাস/কু-অভ্যাস ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাদকদ্রব্য সেবনের কু-ফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তি যে মারাত্মক ব্যাধি তা বলতে পারবেন।
- ধূমপান ও নেশাপান থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায় তা বুঝাতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৩.১

"তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের থাকবার ঘর আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? যদি কেউ ঈশ্বরের থাকবার ঘর নষ্ট করে তবে ঈশ্বরও তাকে নষ্ট করবেন, কারণ তাঁর থাকবার ঘর পবিত্র, আর তোমরাই সেই ঘর।"

১২.৩.২

"সুরা তো বিদ্রূপের ইন্ধন যোগায়, উগ্র পানীয় সোরগোল বাধায়; ওই সব পানীয়ে যে আসক্ত হয়, সে তো জ্ঞানী নয়। যে-মানুষ আমোদ-প্রমোদ ভালবাসে, তাকে শেষে দারিদ্র্যই ভোগ করতে হয়; গন্ধতেল ও সুরায় আসক্ত হলে কেউ-ই হয় না বিত্তবান।... সুরাপানে আসক্ত যারা, তাদের একজন হয়ো না তুমি; গোগ্রাসে মাংস খায় যারা, তাদেরও একজন হয়ো না তুমি। কেননা পেটুক মাতাল যারা, দুর্দশায় পড়বেই তারা; যে-মানুষ সর্বদাই ঝিমোয়, শেষে তার পরনে থাকবে জীর্ণ বসন।"

মাদকাসক্তি
প্রতিরোধ
সুস্থতা

১২.৩.৩

"কার ভাগ্যে জমা আছে হাহুতাশ, জমা আছে হাহাকার? কার্ ভাগ্যে জমা আছে কলহ-বিবাদ, জমা আছে করুণ বিলাপ? কাকেই বা পেতে হবে অহেতুক আঘাত, কার্ চোখ থাকবে রক্তলাল? এমনটি হবে তো তাদেরই, সুরা নিয়ে পড়ে থাকে যারা, মিশ্র সুরার খোঁজে সর্বদাই ঘুরে বেড়ায় যারা। তাই বলি, কখনো সুরার দিকে তাকিয়ো থেকো না! হোক না টুকটুকে লাল, পাত্রে করুক না জ্বলজ্বল! গলায় অনায়াসে নামে তো নামুক! তা তো শেষকালে দেয় সাপেরই ছোবল, চন্দ্রবোড়ারই মতো তীব্র তার দংশনের জ্বালা!"

১২.৩.৪

"সুরা পান করা রাজাদের উচিত তো নয়, কোন উগ্র পানীয়ের প্রতি লুব্ধ হওয়া শাসকদের উচিত তো নয়! তা পান করলে তাঁরা হয় তো বিধিবিধানের কথা ভুলে যাবেন, যত দীনদুঃখীকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতই করবেন।"

সার-সংক্ষেপ

মাদকদ্রব্য সেবন ও ধূমপান যে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যই ক্ষতিকারক তা নয়। মদ্য বা সুরাপান ও ধূমপানে যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের জীবনে নৈতিক স্খলনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এরূপ মানুষ হিতাহিত জ্ঞান ও নীতি-নৈতিকতাবোধ হারিয়ে ফেলে। আর পরিণামে সে যে একাই তার কুফল ভোগ করে তা নয়, বরং গোটা পরিবারই ধ্বংস হয়ে যায়; সে তার পরিবার ও সমাজের উপর বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের এমনভাবে গঠন দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে এ ধরনের ক্ষতিকারক বদভ্যাস গড়ে উঠতে না পারে। ধূমপান, নেশাপান, মাদকাসক্তি এগুলো মারাত্মক ব্যাধি, এর চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। মাদকাসক্তি মানুষের মধ্যে হতাশা-নিরাশা, হীনমন্যতা, অপরাধবোধ, আত্ম-অবমূল্যায়ন, প্রবঞ্চনা ইত্যাদির কারণ। মাদকদ্রব্য সেবনে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুনখারাবি, রাহাজানি, হত্যা, ইত্যাদি নানা অসামাজিক ও পাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না। আজকাল শহরের রাস্তাঘাটে, অলিগলিতে অনেক নেশাগ্রস্ত যুবকযুবতীদের বসে বা শুয়ে থাকতে দেখা যায়।নেশাগ্রস্ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতেই তারা বিপথগামী হয়ে এই অবস্থায় পৌঁছায়। কী করুণ সেই দৃশ্য! যে যুবক বা যুবতীটি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে হতে পারতো জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ মানুষ, হতে পারতো দেশের মানবসম্পদ, সে-ই হয়ে পড়েছে সমাজের দায়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। আজকাল সরকারী ও বেসরকারীভাবে কিছু কিছু পুনর্বাসনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। সুতরাং মদ, সিগারেট, গাঁজা, ভাং, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি মাদকদ্রব্য কখনো সেবন করা উচিত নয়। কেননা তা করলে আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যায়; আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি না। মাদকাসক্তি নামক মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার উপায় হচ্ছে জীবনের গোড়ার দিকে ভাল গুণাবলী অর্জন করা, ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা, গুরুজনদের উপদেশ শোনা ও তাঁদের পরামর্শ নেওয়া, নিয়মিত ধ্যান-প্রার্থনা করা, সমবেত উপাসনায় অংশগ্রহণ করা, খেলাধুলা করা, সুস্থ ও নির্মল চিত্তবিনোদনে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, এবং সর্বোপরি মানুষের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব ও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মনে রাখুন

"তোমরা ঈশ্বরের থাকবার ঘর, আর ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন।"
"পেটুক মাতাল যারা, দুর্দশায় পড়বেই তারা।"
"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

সুরা : মদ, উগ্র পানীয়।
জীর্ণ বসন: কেউ নিজ দোষের কারণে সম্পদ নষ্ট করলে পরিণামে যে দৈন্যদশা হয়, তাকে ছেড়া কাপড় পরতে হয়।
তাঁর থাকবার ঘর: অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাস।
ঈশ্বরের আত্মা: পবিত্র আত্মা।
বিদ্রূপের ইন্ধন : হাসির পাত্র হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে যা-কিছু।
চন্দ্রবোড়া : বিষধর সর্পবিশেষ।
মিশ্র সুরা : মেশানো মদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাদকাসক্ত ও পেটুকের কী হয়?
ক) সুনাম নষ্ট হয় খ) পেটের অসুখ হয় গ) দৈন্যদশা ঘটে ঘ) টাকা-পয়সার অপচয় হয়

২। যারা পাপ-স্বভাবের কাজ করে তাদের কী হবে না?
ক) ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে না খ) ঈশ্বরের রাজ্যে জায়গা হবে না
গ) পুত্র-সন্তান হবে না ঘ) জাগতিক উন্নতি হবে না

৩। ঈশ্বরের থাকবার ঘর কিরূপ হবে?
ক) দামী মার্বেল পাথরের তৈরী খ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন
গ) পবিত্র ঘ) আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত

৪। মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে হলে কী করতে হবে?
ক) ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে খ) নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে
গ) গুরুজনদের উপদেশ শুনতে হবে ঘ) ভাল খেলোয়াড় হতে হবে

পাঠ–৪ : খ্রিষ্টিয় বিবাহ, পরিবার ও সমাজ

(ইফি ৫:২১-৩৩; ১পিতর ৩:১-৭; ১করি ৫:৯-১৩; ৬:১২-২০; ইফি ৬:১-৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- খ্রিষ্টিয় বিবাহ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- খ্রিষ্টিয় পরিবারের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- খ্রিষ্টিয় পরিবারিক জীবনের মর্যাদা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- খ্রিষ্টিয় সমাজে দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৪.১ স্বামী-স্ত্রীর প্রতি উপদেশ

খ্রিষ্টের প্রতি ভক্তির দরুন তোমরা একে অন্যকে মেনে নেওয়ার মনোভাব নিয়ে চল। তোমরা যারা স্ত্রী, প্রভুর প্রতি বাধ্যতার চিহ্ন হিসাবে তোমরা নিজের নিজের স্বামীর অধীনতা মেনে নাও, কারণ খ্রিষ্ট যেমন মন্ডলীর, অর্থাৎ তাঁর দেহের মাথা, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর মাথা। তা ছাড়া খ্রীষ্টই এই দেহের উদ্ধারকর্তা। আর মন্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অধীনে আছে তেমনি স্ত্রীরও সব বিষয়ে স্বামীর অধীনে থাকা উচিত।

১২.৪.২

তোমরা যারা স্বামী, খ্রিষ্ট যেমন মন্ডলীকে ভালবেসেছিলেন এবং তাকে পবিত্র করবার জন্য নিজেকে দান করেছিলেন, ঠিক তেমনি তোমরাও প্রত্যেকে স্ত্রীকে ভালবেসো। খ্রিষ্টের উদ্দেশ্য হলো যেন তিনি মন্ডলীকে পবিত্র করবার জন্য তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে জলে ধুয়ে মহিমাপূর্ণ অবস্থায় নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। সেই সময় মন্ডলীর মধ্যে কোন কলংকের দাগ, খুঁত বা ঐরকম কোন কিছু থাকবে না, বরং তা পবিত্র ও নিখুঁত হবে। স্বামী যেমন নিজের দেহকে ভালবাসে ঠিক সেইভাবে নিজের স্ত্রীকেও তার ভালবাসা উচিত। যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউ তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সে তার দেহের ভরণ-পোষণ ও যত্ন করে। ঠিক সেইভাবে খ্রিষ্টও তাঁর মন্ডলীর যত্ন করেন, কারণ আমরা তাঁর দেহের অংশ। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "এইজন্যই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সংগে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু'জন একদেহ হবে।" এটা একটা মহান গোপন সত্য – কিন্তু আসলে আমি খ্রিষ্ট এবং তাঁর মন্ডলীর কথা বলছি। কিন্তু যাক সেই সব কথা। তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্ত্রীকে নিজের মতো ভালবেসো, আর স্ত্রীরও উচিত যেন সে নিজের স্বামীকে সম্মান করে।

১২.৪.৩

তোমরা যারা স্ত্রী, তোমরা প্রত্যেকে স্বামীর অধীনতা মেনে নাও, যেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস না করলেও তোমাদের চালচলন খ্রিষ্টের দিকে তাদের টানে। এতে তোমাদের একটি কথাও বলতে হবে না, কারণ তারা নিজেরাই তোমাদের পবিত্র জীবন আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দেখতে পাবে। নানা রকম চুলের বেণী, গয়নাগাটি বা সুন্দর সুন্দর কাপড় – এই সব বাইরের সাজ-পোশাক দিয়ে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ো না, বরং যার সৌন্দর্য ধ্বংস হয়ে যাবে না সেই নরম ও শান্ত স্বভাব দিয়ে তোমাদের অন্তরকে সাজাও। ঈশ্বরের চোখে সেটাই বেশি দামী। আগেকার যে ঈশ্বরভক্ত স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরের উপরে আশা রাখতেন তাঁরা নিজের নিজের স্বামীর অধীনে থেকে এভাবেই নিজেদের সাজাতেন; যেমন সারা আব্রাহামের বাধ্য ছিলেন এবং তাঁকে প্রভু বলে ডাকতেন। তোমরা যদি কোন রকম ভয়কে নিজের উপর কাজ করতে না দিয়ে যা ভাল তা-ই কর তবে এটাই প্রমাণ হবে যে, তোমরা সারার যোগ্য সন্তান।

ঠিক সেইভাবে তোমরা যারা স্বামী, তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে স্ত্রীর সংগে বাস কর। তারা তোমাদের দুর্বল সাথী, আর তারাও তোমাদের সংগে ঈশ্বরের দয়ার দান হিসাবে জীবন পাবে। সেইজন্য তাদের সম্মান কোরো যেন তোমাদের প্রার্থনা বাধা না পায়।

১২.৪.৪

তোমরা যেন খারাপ চরিত্রের লোকদের সংগে মেলামেশা না কর। এই জগতের খারাপ চরিত্রের লোক, লোভী, জোচ্চোর বা যারা প্রতিমা পূজা করে তাদের কথা অবশ্য আমি বলি নি, কারণ তাহলে তোমাদের তো এই জগতের বাইরে চলে যেতে হয়। আসলে আমি যা লিখেছিলাম তার অর্থ এই – যদি কেউ নিজেকে বিশ্বাসী ভাই বলে অথচ সে খারাপ চরিত্রের লোক

বা লোভী হয়, প্রতিমা পূজা করে, অন্যের নিন্দা করে, মাতাল বা জোচ্চোর হয়, তবে তার সংগে মেলামেশা কোরো না। এমন কি, তার সংগে খাওয়া-দাওয়াও কোরো না।

মন্ডলীর বাইরের লোকদের বিচার করবার জন্য আমার কী দায় পড়েছে? কিন্তু মন্ডলীর ভিতরের লোকদের বিচার করা কি তোমাদেরই উচিত নয়? যারা বাইরের তাদের বিচার ঈশ্বরই করবেন। পবিত্র শাস্ত্রের কথামতো, "তোমাদের মধ্য থেকে সেই মন্দ লোককে বের করে দাও।"

১২.৪.৫

একথা বলা হয়েছে, "কোন কিছু করা আমার পক্ষে অনুচিত নয়।" তা ঠিক, তবে সব কিছুই যে মানুষের উপকার করে, তা নয়। কোন কিছু করা আমার পক্ষে অনুচিত নয় বটে, কিন্তু আমি কোন কিছুরই দাস হব না। আবার কেউ কেউ এই কথাও বলে, "খাবার পেটের জন্য আর পেট খাবারের জন্য।" বেশ ভাল কথা, কিন্তু এই দু'টাই একদিন ঈশ্বর বাতিল করে দেবেন। দেহ ব্যভিচার করবার জন্য নয় বরং তা প্রভুরই জন্য, আর প্রভু দেহের জন্য। ঈশ্বর তাঁর শক্তির দ্বারা প্রভুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন এবং তিনি আমাদেরও জীবিত করবেন। তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের দেহের অংশ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের দেহের অংশ নিয়ে বেশ্যার দেহের সংগে যুক্ত করব? কখনও না। তোমরা কি জান না, বেশ্যার সংগে যে যুক্ত হয় সে তার সংগে একদেহ হয়? কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, "তারা দু'জন একদেহ হবে।" কিন্তু যে কেউ প্রভুর সংগে যুক্ত হয় সে তাঁর সংগে আত্মাতে এক হয়।

১২.৪.৬

সব রকম ব্যভিচার থেকে পালিয়ে যাও। মানুষ অন্য যে সব পাপ করে তা তার দেহের বাইরে করে, কিন্তু যে ব্যভিচার করে সে নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। তোমরা কি জান না, তোমাদের অন্তরে যিনি বাস করেন এবং যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ, সেই পবিত্র আত্মার থাকবার ঘরই হল তোমাদের দেহ? তোমরা তোমাদের নিজেদের নও; অনেক দাম দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। তাই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য তোমাদের দেহ ব্যবহার কর।

১২.৪.৭ খ্রিষ্টিয় পরিবারের জন্য উপদেশ

ছেলেমেয়েরা, প্রভু যেভাবে চান সেভাবেই তোমরা মা-বাবার বাধ্য হয়ে চল, কারণ সেটাই হওয়া উচিত। পবিত্র শাস্ত্রে প্রথম যে আদেশের সংগে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা এই – "তোমার মা-বাবাকে সম্মান কর, যেন তোমার মংগল হয় এবং তুমি অনেক দিন পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পার।" তোমরা যারা বাবা, তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের বিরক্ত করে তুলো না, বরং প্রভুর শাসন ও শিক্ষায় তাদের মানুষ করে তোল।

সার-সংক্ষেপ

ঈশ্বরের ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের বিবাহ একটি পবিত্র মিলন-বন্ধন। পুরুষ বা নারী একা একা সম্পূর্ণ মানুষ নয়। পবিত্র বাইবেলে ঈশ্বর বলেন, "মানুষের একা একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গী তৈরি করব" (আদি ২:১৮)। ঈশ্বর নিজেই এদোন উদ্যানে আদম ও হবার বিবাহ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন এবং তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও।' ঈশ্বর নিজেই সন্তানসহ একটি পরিবারের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনিই পরিবার গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। খ্রীষ্টিয় মতে দু'জন দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধন একটি পবিত্র সংস্কার, আর তাই তা অবিচ্ছেদ্য।

লোভ-লালসা, কামুকতা ও ব্যভিচার বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জাগিয়ে তোলে সন্দেহ। ফলে দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে এবং পরিবারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। অপর দিকে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ভালোবাসাপূর্ণ মধুর সম্পর্কের মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়, গড়ে ওঠে আদর্শ পরিবার। এরূপ পরিবারে সন্তানেরা পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্ন পেয়ে খ্রিষ্টিয় জীবনবোধে সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠে। তখন তাদের পরিবার হয় পবিত্র ও সুখী। সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকতে হবে অকৃত্রিম ভালোবাসা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। সমাজ তো অনেকগুলো পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আদর্শ পরিবারই সুস্থ, সুখী ও সুন্দর সমাজের ভিত্তি।

মনে রাখুন

জীবনে এগিয়ে চলার পথ অত্যন্ত বন্ধুর। স্বামী-স্ত্রী যদি পবিত্র মনোভাব নিয়ে বন্ধুর মতো এ বন্ধুর পথে হাঁটতে পারে, তাহলে কোন কিছুই তাদের মিলিত জীবনের আনন্দকে মুছে দিতে পারে না। পবিত্র দাম্পত্য জীবন পাবার জন্য ধৈর্য্য ও ত্যাগস্বীকার দরকার। তাই দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের আগে নারী-পুরুষকে শুচিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ব্যভিচার : স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক। এটি এমন একটি পাপ, যে পাপ মানুষ নিজের বিরুদ্ধেই করে। অবশ্য যীশুর কথায় যে ব্যক্তি কামনা-লালসার দৃষ্টি নিয়ে অন্য পুরুষ/স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় তখনই সে মনে মনে ব্যভিচারের পাপ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রভুর প্রতি বাধ্যতার জন্য স্ত্রীদের কার অধীনতা মেনে নিতে হবে?
ক) পিতামাতার খ) শ্বশুর-শাশুড়ির গ) স্বামীর ঘ) বড় ভাইবোনের

২। মন্ডলীর মাথা কে?
ক) পোপমহোদয় খ) বিশপমহোদয় গ) খ্রিষ্ট ঘ) প্রেরিতকর্মী

৩। মানুষের দেহ কার থাকবার ঘর?
ক) পবিত্র আত্মার খ) শয়তানের গ) বিবেকের ঘ) সপ্তারিপুর

৪। ছেলেমেয়েরা সব বিষয়ে কার বাধ্য থাকবে?
ক) সমাজনেতাদের খ) ধনী ব্যক্তিদের গ) মা-বাবার ঘ) সরকারের

৫। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের কিভাবে মানুষ করে তুলবে?
ক) স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে খ) প্রভুর শাসন ও শিক্ষায়
গ) নিয়ম-শৃংখলা শিক্ষা দিয়ে ঘ) আদর-যত্ন দিয়ে

পাঠ–৫ : সামাজিক ন্যায্যতা, মানবাধিকার ও পরিবেশ
(মথি ২৫:৩৫-৪৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- শেষ বিচারের মানদন্ড কী হবে তা বলতে পারবেন।
- মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের অভাবগ্রস্ত, দুঃখ-পীড়িত মানুষের সেবা করার প্রয়োজন সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৫.১

শেষ বিচারের দিনে মনুষ্যপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে বসবেন এবং সব লোকদের দু'ভাগে আলাদা করবেন। মেষগুলিকে তিনি রাখবেন তাঁর ডান পাশে, আর ছাগগুলিকে বাঁ পাশে। তারপর ডান পাশে যারা আছে, এই রাজা তাদের বলবেন: যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন কাপড় পরিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।'

১২.৫.২
তখন সেই ঈশ্বরভক্ত লোকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে, 'প্রভু, আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম? কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিম্বা খালি গায়ে দেখে কাপড় পরিয়েছিলাম? আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?'

১২.৫.৩
এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।'

১২.৫.৪
পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'তোমরা তো অভিশপ্ত; আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার সংগীদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাও নি; যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাও নি; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাও নি; যখন খালি গায়ে ছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাও নি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাও নি।'

১২.৫.৫
তখন তাঁরা তাঁকে বলবে, 'প্রভু, কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিম্বা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিম্বা খালি গায়ে দেখে, কিম্বা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করি নি?'

১২.৫.৬
উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা করনি তখন তা আমার জন্যই কর নি।' তারপর যীশু বললেন, "এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।"

সার-সংক্ষেপ
ঈশ্বর সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ দান করেছেন। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং এগুলো পাওয়া তার মানবিক অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, লোভ-লালসার কারণে কিছু মানুষ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, যার ফলে অন্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমাদের আশেপাশে আমরা দেখতে পাই রাস্তাঘাটে ক্ষুধিত, আর্ত-পীড়িত, অভাবগ্রস্ত কত না মানুষ রয়েছে।এরাও তো ঈশ্বরের সন্তান। এসব লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের প্রতি প্রভু যীশুর মমতা ও ভালোবাসা অতুলনীয়। অভাবী ভাই মানুষের প্রতি দরদবোধ ও ভালবাসা সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। মানুষ মানুষের জন্য। সামাজিক ন্যায্যতা ও দায়বোধ মানুষকে নিজের অন্ন অপরের সাথে ভাগ করে নিতে শেখায়। কেননা বিশ্ব-মানব পরিবারের প্রতিটি মানুষই তো পরস্পর ভাইবোন, যেহেতু সবাই একই বিশ্বপিতার সন্তান এবং একই মানব-পরিবারের সদস্য। তাই পরস্পরের মধ্যে একটি পারিবারিক বন্ধন বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ অনেক সময় তার সেই ঈশ্বরপ্রদত্ত মর্যাদা ভুলে গিয়ে পার্থিব সম্পদকেই ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তাকেই পূজা করে। সুতরাং জীবনের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নের মানদন্ড হবে অভাবী ভাইবোনের প্রতি আমাদের দায়িত্বপালনে বিশ্বস্ততা বা অবিশ্বস্ততা। আর্তমানবতার সেবায় মানুষের অংশগ্রহণ একটি ঐক্যবদ্ধ খ্রীষ্টিয় সমাজ গঠন করে যা প্রভু যীশুর অপূর্ব ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে। সেই সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হলে আমরা দেহমনে সুস্থ থাকতে পারি। আমরা সবাই একই বিশ্বের বাসিন্দা। একই সূর্য চন্দ্র আমাদের আলো দেয়। বিশ্বকে ভ্রাতৃপ্রেমে ভরপুর, অনিন্দ্য সুন্দর ও সুখী করে তোলার স্বপ্ন আমাদের সবারই থাকা উচিত।

মনে রাখুন
সৃষ্টিকর্তা একই সময়ে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময়; তিনি অদৃশ্য হয়েও সর্বত্রই বিরাজমান। তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষের মধ্যে তাঁকে দেখে, প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশ গ্রহণ করে আমরা তাঁকে আমাদের অন্তরের গভীর ভালোবাসা দেখাই সত্য, কিন্তু তিনি যে প্রতিনিয়ত আর্তপীড়িত মানুষের মধ্য দিয়ে আমাদের মাঝে রয়েছেন তা

অনেক সময় আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আমরা যেন দুঃখী মানুষকে ভালোবাসতে ও সেবা করতে শিখি। তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে আমরা যেন তাদেরকে বঞ্চিত না করি। অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার বাস্তব ও কার্যকরী প্রকাশ ঘটে দুর্বল-অসহায়, রুগ্ন-পীড়িত, অবহেলিত বঞ্চিতদের প্রতি প্রেমপূর্ণ সেবার মাধ্যমে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

শয়তান

মন্দ আত্মা, অপশক্তি বা দিয়াবল: মন্দ আত্মাদের অধিপতি; ঈশ্বর-বিদ্রোহী স্বর্গচ্যুত অপদূত। এই শয়তানই প্রলোভন দেখিয়ে আদম-হবাকে পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

চিরকালের আগুন: নরক, দোযখ, অনন্ত শাস্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কে তাঁর ডান দিকের লোকদের বলবেন, 'তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এসো।'?

ক) মনুষ্যপুত্র খ) মোশী
গ) পিতা ঘ) নেতা

২। চিরকালের আগুন কার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে?

ক) অতিথিদের জন্য খ) মৃতদের জন্য
গ) শয়তান ও তার সঙ্গীদের জন্য ঘ) জীবিতদের জন্য

৩। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই ভাইদের সামান্য কোন (---) জন্য যখন তা করেছিলে, তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।

ক) দশজনের খ) একজনের
গ) পাঁচজনের ঘ) দুইজনের

৪। আমরা যখন ক্ষুদ্রতম ভাইদের প্রতি দয়ার কাজ করি তখন প্রকৃতপক্ষে তা কার প্রতি করি?

ক) গরীব-দুঃখীর প্রতি খ) যীশুর প্রতি
গ) আত্মীয়স্বজনের প্রতি ঘ) কারাগারে বন্দীদের প্রতি

পাঠ–৬: সন্ত্রাস ও দুর্নীতি – সামাজিক ব্যাধি

ইসাইয়া ৫:২২–২৩; আমোস ৫:১০-১১ক,১২-১৩, ২১-২৪; লুক ২০:৪৬–৪৭, "দুই বিঘা জমি"

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সন্ত্রাস ও দুর্নীতি যে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি তা বলতে পারবেন।
- সন্ত্রাসদমন ও দুর্নীতি নিরাময়ের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লোক-দেখানো আচার-সর্বস্ব ধর্মকর্ম বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৬.১

হায়রে তারা, সুরাপানেই যারা বীরত্ব দেখায়, উগ্র পানীয় মিশ্রণেই যারা বাহাদুরি দেখায়, ঘুষের লোভে অপরাধীকে বেকসুর খালাস দেয় যারা, আর নির্দোষ মানুষকে সুবিচার থেকে বঞ্চিত করে যারা!

১২.৬.২

যে লোক শহরের ফটকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তোমরা তো তাকে ঘৃণা কর এবং যে সত্য কথা বলে তাকে তুচ্ছ কর। তোমরা গরীবকে অত্যাচার কর এবং জোর করে তার কাছ থেকে শস্য আদায় কর। ... আমি জানি তোমাদের অন্যায় কত বেশি এবং তোমাদের পাপ কি ভীষণ! তোমরা তো সৎ লোকদের উপর অত্যাচার কর ও ঘুষ খাও; শহরের ফটকে তোমরা গরীবদের ন্যায়বিচার পেতে দাও না। সেই জন্য এই রকম সময়ে বুদ্ধিমান লোক চুপ করে থাকে, কারণ সময়টা মন্দ।

১২.৬.৩

তোমাদের ওই সব উৎসব আমি ঘৃণা করি, তুচ্ছ-ই করি!
তোমাদের ওই সব মহাসমাবেশ দেখে কোন আনন্দ পাই না কো আমি।
তোমরা যখন আমার চরণে দিতে আস ওই সব পূর্ণাহুতি,
কিংবা তোমাদের ওই সব ফসলী নৈবেদ্য,
তখন আমি কিন্তু তা আদৌ গ্রহণ করি না।
মিলন-যজ্ঞে যত নধর পশু তোমরা যখন নিবেদন কর,
আমি সেই যজ্ঞের দিকে ফিরেও দেখি না।
এখন আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে নিয়ে যাও তোমাদের যত গানের কোলাহল;
আমাকে যেন আর শুনতে না হয় তোমাদের যত বীণার আওয়াজ!
কিন্তু ন্যায় যেন জলের ধারার মতো বয়ে চলতে থাকে,
ধর্মিষ্ঠতা হয় যেন খরস্রোতা এমন নদীরই মতো, অফুরান যার জলধারা।

১২.৬.৪

শাস্ত্রীদের সম্বন্ধে তোমরা কিন্তু সতর্ক থেকো! তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন, আর ভালবাসেন হাটে-বাজারে মানুষের সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেতে। সমাজগৃহে সামনের আসন আর ভোজসভায় সম্মানের স্থানই পেতে চান তাঁরা। তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন; আবার ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনাও আওড়ান; তাঁরা কিন্তু অনেক বেশি শাস্তিই পাবেন।

১২.৬.৫

শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, 'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই –
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা॥
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, 'করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।

সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!'
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

পরে মাস-দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে –
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খাতে।
এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

সার-সংক্ষেপ : লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অপরের উপর জোরজুলুম করে, অপরের অধিকার হরণ করে। পশুশক্তি ও পেশীশক্তি প্রয়োগ করে দুর্বলের উপর সবলেরা অত্যাচার করে এবং দরিদ্র অসহায় মানুষের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়। অনেক ব্যবসায়ী লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে চড়া দামে পণ্য বিক্রয় করে। এভাবে তারা দরিদ্রদের নিঃস্ব করে ফেলে এবং নিজেদের জন্য অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। সেই সম্পদের মালিক হয়ে তারা দরিদ্রদের উপর আরো বেশি করে অত্যাচার চালায়। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও বংশানুক্রমে মনুষ্যত্বহীন অর্থলোভী লুটেরা হয়ে ওঠে। তখন সমাজের নিঃস্ব অসহায় মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও ক্রন্দন তাদের আর স্পর্শ করে না। বিবেকের দংশনকে প্রশমিত করার জন্য তারা তথাকথিত ধর্মীয় আচার ও অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানাদি পালন করে বটে, কিন্তু তাতে তো ঈশ্বরের সন্তুষ্টি হয় না। প্রবক্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, দৈনন্দিন জীবনে সদাচরণ এবং সমস্ত ব্যাপারে ন্যায়ধর্ম পালনই সার্থক উপাসনার শর্ত বিশেষ। প্রবক্তা মিখা বলেন: "শোন মানুষ : যা শ্রেয়, যা ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে পেতে চান, তা তিনি তো নিজেই তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন! শুধুমাত্র ন্যায়ধর্ম পালন করা, ভক্তি-ভালবাসাকে হৃদয়ে গেঁথে রাখা আর নম্রচিত্ত নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গী হয়ে জীবনপথে চলা, আর কিছু নয়, এ-ই তো তিনি চান!" (৬:৮)।
"দুই বিঘা জমি" কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কীভাবে বিত্তবানরা সুকৌশলে দরিদ্রদের নিঃস্ব করে পথের ভিখারী করে দেয়। ধনসম্পত্তির লোভে পড়ে তারা দীনদরিদ্রদের কষ্ট অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ভোগ-বিলাসে জীবন কাটানোর ফলে তারা মনুষ্যত্বের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো হারিয়ে ফেলে। নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা গরীব মানুষকে তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে ছাড়ে না। অনেক সময় তারা তাদের ভাড়াটে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে অসহায় গরীব মানুষদের উপর অত্যাচার চালায়। ভদ্রতা ও নম্রতাকে তারা দুর্বলতা বলেই মনে করে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে মানুষকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। জনসাধারণ তখন রাস্তাঘাটে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে চলার সাহস হারিয়ে ফেলে। চলতে ফিরতে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। ফলে সমাজে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে না।বাইবেলে প্রবক্তাগণ এসব অন্যায়কারী, ঘুষখোর, মাস্তান, চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাদের উপর বিধাতার ক্রোধ নেমে আসবেই আসবে। অনেক সময় ধর্মের ধ্বজাধারী বা ধর্মীয় পোশাকধারী লোক ধর্মের নামে ও ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে থেকে অনেক অধর্মের কাজ করে। ক্ষমতাসীন ধনী মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে দাপট দেখিয়ে বেড়ায়, তারা গরীব ও বিধবাদের সম্পত্তি গ্রাস করে। অথচ সমাজে তারাই সম্মানের আসনে সমাসীন থাকে। কিন্তু বিচারের দিনে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ, কেননা ঈশ্বরের চোখে কেউ ধুলা দিতে পারে না। সুতরাং সমাজ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দূর করতে হলে ন্যায়বিচার ও ধর্মিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মনে রাখুন

শব্দার্থ ও শব্দটীকা
ভূস্বামী : জমিদার, জমির মালিক।
পাণি : হাত।

ক্রূর : নির্দয়, নিষ্ঠুর।
ডিক্রি : আদালতের হুকুম।
ফটক : প্রবেশপথ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবেকের দংশনকে প্রশমিত করার জন্য অর্থলোভী ধনীরা কী করে?
(ক) অনেক টাকা-পয়সা দান করে
(খ) আচারসর্বস্ব যাগযজ্ঞ জপতপ করে
(গ) মানুষকে আত্মীয় করে নেয়
(গ) রীতিমতো খাজনা পরিশোধ করে

২। ক্ষমতাসীন মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কী করে?
(ক) গরীব ও বিধবাদের সম্পত্তি গ্রাস করে
(খ) পথে-ঘাটে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়
(খ) গ্রামে-গঞ্জে স্কুল-কলেজ নির্মাণ করে
(গ) সব মানুষকে ভয় দেখায়

৩। এ দুনিয়াতে কাঙালের ধন কে চুরি করে?
(ক) দরিদ্র ভিক্ষুকেরা
(খ) অনাথ-এতিমরা
(গ) গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা
(গ) বিত্তবান ধনীরা

৪। প্রবক্তাগণ অন্যায়কারী, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজদের কী করেছেন?
(ক) তিরস্কার করেছেন
(খ) নিন্দা করেছেন
(গ) ভয় দেখিয়েছেন
(ঘ) সমাজচ্যুত করেছেন

পাঠ–৭ : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংলাপের প্রয়োজনীয়তা
(মথি ৮:৫-১২; ১৫:২১-২৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংলাপের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কালচার বর্ণনা করতে পারবেন।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ভিত্তি কী, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কীভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায় তা বলতে পারবেন।
- নিজ ধর্মবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থেকে অপরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলায় খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৭.১

যীশু তখন কাফার্নাউম নগরে প্রবেশ করেছেন, সেই সময়ে রোমীয় সেনাবাহিনীর একজন শতানীক তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বললেন : "প্রভু, বাড়িতে আমার চাকরটি বিছানায় পড়ে ; তার পক্ষাঘাত হয়েছে, সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে!" যীশু তখন বললেন : "বেশ, আমি গিয়ে তাকে সারিয়ে তুলব!" কিন্তু সেই শতানীক উত্তর দিলেন : "প্রভু, আপনি যে আমার ঘরে আসবেন, আমি তার যোগ্য নই! আপনি শুধু আদেশ করুন, তাহলেই আমার চাকরটি ভাল হয়ে উঠবে! ... আমি নিজেই তো কর্তৃপক্ষের অধীন, আবার আমার অধীনেও সৈন্য আছে। যখন একজনকে বলি 'যাও!', সে যায়; আর একজনকে বলি 'এসো!', সে আসে; আমার চাকরকেও যখন বলি 'এ কাজটা কর!', সে তা-ই করে!" এই কথা শুনে যীশু মুগ্ধ হলেন; তাঁর সঙ্গে যারা আসছিল, তিনি তাদের বললেন : "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি : এতখানি বিশ্বাস আমি ইস্রায়েল জাতির কোন মানুষেরই মধ্যে কখনো দেখিনি! আর আমি তোমাদের ব'লেই রাখছি : পুব ও পশ্চিম থেকে অনেকেই এসে একদিন আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের সেই ভোজসভায় পাশাপাশি বসবে। কিন্তু জন্মসূত্রে সেই রাজ্যে যাদের থাকারই কথা, তাদের সেদিন ফেলে দেওয়া হবে বাইরের অন্ধকারে। সেখানে শোনা যাবে শুধু কান্না আর দাঁত ঘষাঘষি।" তারপর যীশু শতানীককে বললেন : "আপনি এবার বাড়ি যান! আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন, তেমনিই হোক!" এদিকে সেই মুহূর্তেই চাকরটি ভাল হয়ে উঠল।

১২.৭.২

যীশু এবার চলে এলেন তুরস ও সিদোনের কাছাকাছি অঞ্চলে। একদিন ওই তুরস ও সিদোন এলাকা থেকে একজন কানানীয় স্ত্রীলোক যীশুর কাছে এল। সে চিৎকার ক'রে বলতে লাগল : "প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাকে দয়া করুন! আমার মেয়েটিকে একটা অপদূতে পেয়েছে; সে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে!" কিন্তু যীশু তার কথার কোন উত্তরই দিলেন না। তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ ক'রে বলতে লাগলেন : "ওকে বরং খুশি ক'রেই বিদায় দিন! ও তো আমাদের পিছনে পিছনে চিৎকার ক'রেই চলেছে!" উত্তরে তিনি বললেন : "আমাকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষগুলির কাছেই পাঠানো হয়েছে!" কিন্তু এই সময়ে স্ত্রীলোকটি এসে তাঁর সামনে প্রণত হয়ে তাঁকে বলল : "প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন!" তিনি উত্তর দিলেন : "সন্তানের খাবার নিয়ে তা কুকুরের সামনে ফেলে দেওয়া তো উচিত নয়!" সে বলল : "ঠিক কথা, প্রভু! কিন্তু মনিবের টেবিল থেকে যে-সব খাবারের টুকরো পড়ে, তা তো কুকুরেও খেতে পায়!" উত্তরে যীশু তখন বললেন : "মা, তোমার বিশ্বাস সত্যিই গভীর! ... বেশ, তুমি যা চাইছ, তা-ই হোক!" আর সেই মুহূর্তেই তার মেয়েটি ভাল হয়ে উঠল।

১২.৭.৩

দেহ, মন ও হৃদয়-আত্মা নিয়েই মানুষ। পূর্ণ-পরিণত মানুষ হওয়ার জন্য এগুলোর সমন্বিত বিকাশ প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ যদি তার নিজের মধ্যেই বিভক্ত থাকে তবে সে বিকশিত হতে পারে না। তেমনিভাবে কোন সমাজ যদি বিভক্ত থাকে তবে সেই সমাজও উন্নতি করতে পারে না। সুখ ও শান্তির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ পরিবেশ। কোন পরিবারে, পাড়ায়, গ্রামে বা মহল্লায় যদি সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতির পরিবেশ না থাকে এবং এরূপ অশুভ পরিবেশে কোন শিশুর জন্ম হয়, তবে সেই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। আর যে মানুষ নিজেই মানুষ হিসেবে বিকশিত নয়, সে অপরের মানবিক বিকাশে সহায়তা করতে পারে না। যার মনে শান্তি আছে, অন্তরে যার সুখ আছে, সে কখনো অপরের অশান্তির

কারণ হতে পারে না। সুতরাং পরিবারে ও সমাজে শিশুদের বিকাশের জন্য সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য। এরূপ উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি অপরিহার্য, কেননা নাগরিক হিসেবে সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবাস। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপন করেও গণকল্যাণের স্বার্থে ধর্মের মৌলিক ও সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সবার সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে জীবন যাপন করতে হবে। কেননা নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের সন্তানেরা অন্তরে ঘৃণা, তিক্ততা, হিংস্রতা, বিদ্বেষভাব, শত্রুতা, দলাদলির মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠুক, তা কারো কাম্য হতে পারে না। সে রকম পরিবেশ-পরিস্থিতি থাকলে সমাজে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই নিজ ধর্মবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থেকে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে প্রতিনিয়ত সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করে তুলতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১২.৭.৪

সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার উপায় হতে পারে নিম্নরূপ:

১। ব্যক্তি জীবনে, নিজ অন্তরে নিজের ও অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা। বাহ্যিক লোক-দেখানো শিষ্টাচার মানুষের কৃত্রিমতাই শুধু প্রকাশ করে।

২। নিজ নিজ পরিবারে ও মহল্লায় সকলকে সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে শিশু ও যুবাদের মধ্যে এই চেতনা গড়ে তোলা : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

৩। কতকগুলো সার্বজনীন মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়া ও তা বিস্তার করা, যেমন : -

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দৈহিক সৌষ্ঠব, জাতীয়তা, পাপী বা ধার্মিক, শত্রু বা মিত্র নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ব্যক্তি ও তার মর্যাদার মৌলিক সমতা স্বীকার করা।
- প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা যে এক ও অভিন্ন – জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও যে এক ও অভিন্ন, তা স্বীকার করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা।
- প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার করা ও তা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হওয়া।
- সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ লালন করা : বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চলা, নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
- সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ লালন করা : শিষ্টাচার, শালীনতা, ভদ্রতা, অতিথিপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা।
- সার্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করে তোলা : সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, শুচিতা, পবিত্রতা, ন্যায্যতা, সততা, সত্যনিষ্ঠতা, ক্ষমা, ভালবাসা।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ : সকল মানুষ একই বিশ্বের বাসিন্দা এবং একই মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসেবে পরস্পরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এবং পরস্পরের প্রতি দায়বোধ বৃদ্ধি করা।
- সম্মিলিতভাবে সকলের সাধারণ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা : অন্যায়, অসত্য, ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ, নির্যাতন, জুলুম, সন্ত্রাস, নিপীড়নমূলক দরিদ্রতা, ইত্যাদি দূরীকরণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো।
- ভিন্নতা বা বিভিন্নতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা। সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য তো বাস্তবতা। মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্নতা আর বিচ্ছিন্নতা এক কথা নয়। এমনকি মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ মনের দিক দিয়ে এক হতে পারে। আবার মতের বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করাও মহত্বের লক্ষণ।

১২.৭.৫

মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যারা অনেক দিক দিয়েই ভিন্ন : দেশ, গোত্র, জাতি, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দৈহিক আকৃতি, গায়ের রং, লিঙ্গ, ইত্যাদি। তথাপি আমরা সবাই মানুষ। বাগানে যেমন বিচিত্র ধরনের ফুল শোভা পায় এবং তা বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে, তেমনি মানুষের মাঝে বৈচিত্র্য মানব পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সুতরাং, কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, মুক্তচিন্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বমানবতাবোধ অর্জন করার মধ্যেই সমাজের মঙ্গল নিহিত।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ার জন্য প্রস্তাবমূলক বাস্তব কর্মসূচি :

- বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা : সমবয়সীদের মধ্যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে, স্কুল-কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে সম্প্রীতির কালচার গড়ে তোলা। বিশেষ করে যুবকযুবতীরা বয়স্কদের চাইতে তুলনামূলক-ভাবে অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত থাকে, তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব গড়তে পারে।স্কুল জীবনে পরস্পরকে তারা যতটা আন্তরিকতা নিয়ে যত বেশি চিনবে ও জানবে, পরস্পরের সম্বন্ধে ভুল ধারণা তত বেশি দূর হয়ে যাবে।

♦ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের সামাজিক (বিবাহ উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি) ও ধর্মীয় (পর্বদিনে যেমন, ঈদ, পূজা, বড়দিন, ইষ্টার, ইত্যাদি) অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা।

♦ পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সভা-সম্মেলনে যোগদান করা। সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের বক্তৃতা-ভাষণ থেকে অনেক কিছুই শেখা যায় এবং মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়।

♦ সরকারীভাবে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধর্মের সর্বজনীন মূল শিক্ষাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হলে এবং শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকলে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে এবং মনের সংকীর্ণতা ও বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণাগুলো দূর হবে।

♦ পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে আলোচনা ও সহভাগিতার জন্য যৌথভাবে সভা-সম্মেলনের আয়োজন করা যায়। সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জায়গায় এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এতে অনেক সুফল পাওয়া গেছে। অনেকেরই ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

♦ দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আন্তঃধর্মীয় কর্মকান্ড প্রচার করা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা।

সারসংক্ষেপ : মথির মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত রোমীয় শতানীক এবং কানানীয় স্ত্রীলোক – উভয়েই অযিহুদী, পৌত্তলিক। কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে তাঁদের প্রয়োজনের কথা জানিয়েছেন। যীশু সরাসরি তাদের আবেদন মঞ্জুর না করে তাদের সঙ্গে সংলাপে প্রবৃত্ত হলেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিবেচনায় রোমীয় শতানীক ও কানানীয় স্ত্রীলোকটি অযিহুদী বা বিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এই সংলাপের মধ্য দিয়ে যে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন যীশু নিজেই তার প্রশংসা করলেন এবং তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। প্রথম দিকে যীশুর কথার মধ্য দিয়ে অযিহুদীদের প্রতি তৎকালীন যিহুদীদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল (যেমন কানানীয়দেরকে "কুকুর" ব'লে আখ্যায়িত করা) যীশু তা ভেঙ্গে দিলেন। তিনি কানানীয় স্ত্রীলোকটিকে 'মা' ব'লে' সম্বোধন করলেন এবং রোমীয় শতানীকের বিশ্বাসের প্রশংসা করলেন। আমাদের মধ্যেও অনেক সময় ভুল ধারণা থাকে যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খাঁটি বিশ্বাস নেই। আর এরূপ ভুল ধারণা থাকার কারণেই তাদের প্রতি আমাদের আচরণ নেতিবাচক বা বিরূপ হয়। কিন্তু আসলে সেটি অন্যায়।

সাধু পল বলেন :"আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই! আর আমি যদি আমার সমস্ত-কিছুই দীনদরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমনকি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই! ... ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহকোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য। "

বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব করে, একই মানবপরিবারের সদস্য করে, নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।সকল মানুষের উৎস যেমন এক, তেমনি সকল মানুষের জীবনের লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। তাই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন প্রতিবেশীকে অর্থাৎ মানবপরিবারের সকলকেই নিজের মতোই ভালবাসতে। এই ভালবাসাই মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে। ক্ষণস্থায়ী এই বিশ্বসংসারে আমরা তীর্থযাত্রীর ন্যায়।যাত্রাপথে আমরা একা নই; একই বিশ্বপিতার সন্তান সকল মানুষ পরস্পরের ভাইবোন। তাই যাত্রাপথ সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল হলেও পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে আমাদের পথচলার ক্লান্তি লাঘব হয়। একই বিশ্বপিতার সন্তান এবং পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরস্পরের সুখ-দুঃখ সহভাগিতা করে, ভাবের আদান-প্রদান করে, পরস্পরের আপদে-বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, সকলকে একান্ত আপন মনে করে বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপে প্রবৃত্ত হয়ে পথ চলতে পারলে আমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে। সেই শান্তিই তো প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমান বিশ্বে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের মধ্যে দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানির পরিবর্তে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। আর তা করার নির্দেশ সব ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানকার জনগণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণও পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট থাকে। বিভিন্ন অফিস-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাটে-বাজারে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে তারা একত্রে মিলেমিশে চলাফেরা ও কাজ করে। তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়, পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবাদিতে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণও করে। জাতীয় দিবস ও জাতীয় উৎসবগুলো একসাথে উদ্‌যাপন করে তারা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ চলছে এবং এভাবে ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

মনে রাখুন

বর্তমান বিশ্বে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের মধ্যে দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানির পরিবর্তে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। আর তা করার নির্দেশ সব ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে।

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

কানানীয় : কানান দেশের আদি অধিবাসী। কানান ছিল যিহুদী জাতির নিকট প্রতিশ্রুত দেশ – আধুনিক প্যালেস্টাইন।

"কুকুরের সামনে" :"যিহুদীদের চোখে অযিহুদীরা ছিল কুকুরের মতোই উপেক্ষণীয় এবং অযিহুদীরাও সে কথা জানতো। যীশুও যে তাদের সেই চোখে দেখতেন, অবশ্যই তা নয়। তাঁর কথায় এবং তাঁর চোখে-মুখে তখন নিশ্চয়ই এমন স্নেহ-ভরা দয়ার ভাব ফুটে উঠেছিল যে, স্ত্রীলোকটি বুঝতে পেরেছিল, যীশু যা বলেছেন, তার মধ্যে কোন-রকম অবজ্ঞা বা ঘৃণার মনোভাব নেই। তিনি একটু হাল্কা কৌতুকের সুরেই তাকে পরীক্ষা করছেন। তিনি যাচাই করে দেখছেন, তাঁর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে কিনা। তাছাড়া যীশু এখানে সাধারণ 'কুকুর' কথাটা ব্যবহার না ক'রে ছোট্ট আদরের পোষা কুকুরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি ব্যবহার করেছেন।" (পাদটীকা, মঙ্গলবার্তা)

ইষ্টার : পাস্কা পর্ব বা পুনরুত্থান পর্ব

শতানীক : শত সেনার নেতৃত্বে নিয়োজিত সেনাপতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে :

(ক) আগন্তুক ও পরবাসী (খ) তীর্থযাত্রী

(গ) প্রভু ও অধিকর্তা (ঘ) সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা

২। মানুষের মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা কি?

(ক) প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া (খ) শান্তি ও চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা

(গ) দীর্ঘজীবন লাভ করা (ঘ) বহু সন্তানের জনক/জননী হওয়া

৩। মানুষের মাঝে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলার নির্দেশ কোথায় নিহিত আছে?

(ক) পবিত্র শাস্ত্রে (খ) মানবস্বভাবের মধ্যে

(গ) বাউল দর্শনে (ঘ) সব ধর্মের মধ্যে

৪। মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল কোথায় নিহিত?

(ক) ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের মধ্যে

(খ) দারিদ্র্যবিমোচনের মধ্যে

(গ) মুক্তচিন্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বমানবতাবোধ অর্জন করার মধ্যে

(ঘ) সকল মানুষের একই ধর্মের অনুসারী হওয়ার মধ্যে

পাঠ–৮ : নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং

(যোহন ৮:৩–১১; প্রবক্তা দানিয়েল ১৩:১–৬২ সংক্ষিপ্ত)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বর্তমান সমাজের গুরুতর ব্যাধি সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- পরিবারে ও সমাজে সঠিক মূল্যবোধ শিক্ষা ও গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- নারী নির্যাতন ও ইভটিজিং প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবক্তা দানিয়েলের ন্যায় বিচারের ঘটনা বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

১২.৮.১

একদিন শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা যীশুর কাছে একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন; সে ব্যভিচার করার সময়ে ধরা পড়েছিল। তাকে সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁরা যীশুকে বললেন: "গুরু, এই মেয়েটি ব্যভিচার করছিল, হাতে নাতেই ধরা পড়ে গেছে। এখন বিধানে মোশী আমাদের এই আদেশ দিয়ে গেছেন যে, এই ধরনের মেয়েকে পাথর ছুঁড়েই মেরে ফেলা হবে। এই বিষয়ে আপনি কী বলেন? তাঁরা অবশ্য তাঁকে যাচাই করবার জন্যেই এই কথা বলছিলেন, যাতে তাঁকে অভিযুক্ত করার মতো কোন-কিছু তাঁরা পেতে পারেন।

১২.৮.২

কিন্তু যীশু তখন নিচু হয়ে মাটিতে আঙুল দিয়ে আঁক কাটতে শুরু করলেন। এদিকে তাঁরাও তাঁকে বারবার একই প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাই যীশু আবার সোজা হয়ে তাঁদের বললেন: "আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনিই প্রথমে ওকে পাথর ছুঁড়ে মারুন!" তারপর তিনি আবার নিচু হয়ে মাটিতে আঁক কাটতে লাগলেন। এই কথা শুনে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে তাঁরা সকলেই সেখান থেকে একে-একে সরে পড়তে লাগলেন। শেষে সেখানে রইলেন শুধু যীশু একাই আর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই মেয়েটি। তখন যীশু আবার সোজা হয়ে তাকে বললেন: "মা, ওরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দন্ডিত করল না?" সে উত্তর দিল : "না, কেউই করল না, প্রভু!" যীশু তখন বললেন: "আমিও তোমাকে দন্ডিত করছি না! এখন যাও, তবে আর কখনো পাপ ক'রো না তুমি!"

১২.৮.৩

যোয়াকিম নামে এক ব্যক্তি হিল্কিয়ার মেয়ে সুজান্নাকে বিয়ে করেছিলেন। সুজান্না ছিলেন পরমা সুন্দরী, ভগবদ্‌ভীরু এক নারী। তাঁকে দেখে দু'জন প্রবীণ কামনার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন। একদিন দুপুরবেলা সুজান্না তাঁর অভ্যাসমতো দু'জন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে এলেন। দিনটা বেশ গরম থাকায় তাঁর সেখানে স্নান করার ইচ্ছা হল। এ সময় সেই দু'জন প্রবীণ বাগানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। সুজান্না তাঁর দাসীদের বললেন, "তোমরা খানিকটা তেল আর আতর নিয়ে এসো তো! আর বাগানের দরজাটা বন্ধ করে দাও, যাতে আমি স্নান করতে পারি।" দাসীরা বাইরে যেতেই দু'জন প্রবীণ উঠে দাঁড়ালেন আর সুজান্নার কাছে ছুটে এসে বললেন: "ওই দেখ, বাগানের দরজাটা এখন বন্ধ। ... আমরা তোমাকে পেতে চাই! রাজী হও তুমি, আমাদের কাছে ধরা দাও! নইলে আমরা কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষি দিয়ে বলব যে, তোমার সঙ্গে একজন যুবক ছিল আর তাই তো তুমি ওই দাসীদের সরিয়ে দেবার জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলে।"

১২.৮.৪

সুজান্না একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: "সঙ্কট এখন আমাকে ঘিরেই ধরেছে! অমন কাজ যদি করি, আমাকে তো মরতেই হবে; আর যদি না করি, আপনাদের হাত থেকে আমার তো রেহাই নেই! তবে প্রভুর চোখে যা পাপ কাজ, তা করার চেয়ে আমার পক্ষে বরং অমনটি না ক'রে আপনাদের হাতে পড়াটাই বাঞ্ছনীয়!" এবার সুজান্না জোর গলায় চিৎকার করে উঠলেন। তখন দু'জন প্রবীণও তাঁর নামে দোষ দিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। তাঁদের একজন ছুটে গিয়ে বাগানের দরজাটা খুলে দিলেন। বাগানে ওই সব চিৎকার শুনে বাড়ির লোকেরা তখন, সুজান্নার কী হয়েছে, তা জানবার জন্যে পাশের দরজা দিয়ে বাগানে দৌড়ে এল। যখন দু'জন প্রবীণ তাঁদের সেই গল্পটা শোনালেন, তখন চাকরবাকর সকলেই খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কেন না সুজান্নার নামে এর আগে কেউ কখনো এ ধরনের কথা শোনেনি।

১২.৮.৫

(পরদিন বিচারসভা ডাকা হলো।) তাঁরা জাতির প্রবীণ আর বিচারক ব'লে সভার লোকেরা তাঁদের কথায় বিশ্বাস করল। তাই সুজান্নাকে তারা মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করল। তখন সুজান্না জোর গলায় ব'লে উঠলেন: "ওগো শাশ্বত ঈশ্বর, গোপন সব-কিছু তোমার তো জানা-ই থাকে; যা-কিছু ঘটবে, তুমি তো আগে থেকেই তা সব-ই জানো! ওরা যে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষি দিয়েছে, তোমার তো সে কথা-ও অজানা নেই। এখন আমার বিরুদ্ধে ওরা শয়তানি করে যে-সব সাজানো অভিযোগ এনেছে, তেমন কোন-কিছু না করে-ও আমাকে কিনা মরতে হবে!"

১২.৮.৬

সুজান্নাকে মেরে ফেলবার জন্যে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময়ে ঈশ্বর দানিয়েল নামে বেশ তরুণ একজনের পবিত্র অন্তর উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন। ... তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন: "আপনারা কি এতই নির্বোধ? আপনারা কি না কোনরকম তদন্ত না ক'রে, আসল ব্যাপারটা কী ঘটেছে, তা জেনে না নিয়েই ইস্রায়েলের একটি মেয়েকে দন্ডিত করলেন! ... এখন আপনারা বরং বিচার-সভায় ফিরে যান, কেন না ওঁরা তার বিরুদ্ধে যে-সাক্ষি দিয়েছেন, তা মিথ্যে!" [দানিয়েল প্রবীণ দু'জনকে আলাদা করে জবানবন্দি নিয়ে সবার সামনে প্রমাণ করলেন যে তারা মিথ্যা সাক্ষি দিয়েছেন।]

১২.৮.৭

তখন সভার সমস্ত লোক চিৎকারে ফেটে পড়ল এবং তারা ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগল; তাঁর ওপর আস্থা রাখে যারা, তিনি তো তাদের রক্ষাই ক'রে থাকেন। তারা তখন ওই দুই প্রবীণের বিরুদ্ধে গেল। তাঁরা যে মিথ্যে সাক্ষি দিয়েছেন, দানিয়েল তো তাঁদের নিজেদের কথা থেকেই তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন। শয়তানি ক'রে তাঁরা প্রতিবেশীকে যে-দন্ড দেবার মতলব করেছিলেন, মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদেরই সেই দন্ডে দন্ডিত করা হলো।... এইভাবে সেদিন একটি নির্দোষ প্রাণ রক্ষা পেল।

সার-সংক্ষেপ : ঈশ্বর মানুষকে নর ও নারী করে, পরস্পরের পরিপূরক করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পরিণত বয়সে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরস্পরকে ভালবাসতে শিখে এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে পারে।এরূপ পারিবারিক পরিমন্ডলেই সন্তানের জন্মদান ও লালন-পালন এবং তাদের দৈহিক,মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হয়। এর ব্যতিক্রম হলে, মনোদৈহিক বিকাশ বিঘ্নিত হলে মানুষের মধ্যে বিকৃত রুচিবোধ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। ফলে সে নিজে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষম হয়ে পড়ে। নীতিনৈতিকতাবিহীন রুচিবোধ, অশ্লীল আচরণ, বিকৃত যৌনাচার মানুষের মনমানসিকতাকে কলুষিত করে। ফলে তারা সমাজের সম্পদ না হয়ে বরং আপদে পরিণত হয়। তারা সমাজের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তাঘাটে তাদের পশুতুল্য আচরণের কারণে নিরপরাধ নিষ্পাপ মানুষের মধ্যে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়। ফলে তারা স্বস্তি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না, তাদের মধ্যে সঙ্কোচবোধ দেখা দেয়। রাস্তাঘাটে বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কেননা তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে পরিবারসহ তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। বিশেষ করে মেয়েটির পরিবার যদি গরীব হয় তবে শুধু মেয়েটিকেই নয়, বরং তার বাবা-মাকেও অনেক লাঞ্ছনা পোহাতে হয়।

আমাদের সমাজ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ-শাসিত। তাই স্বার্থপর পুরুষদের কারণে এখানে নারীদের মর্যাদা ও অধিকার অনেক সময় খর্ব করা হয়। ব্যভিচার সবক্ষেত্রেই নিন্দনীয় অপরাধ বলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। ব্যভিচারের দায় তো নারী-পুরুষ উভয়েরই এবং অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা হিসেবে পুরুষের দোষ বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, ব্যভিচারের দায় নারীদের উপরই বর্তায় বেশি। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পক্ষপাতমূলক বিচার করে একমাত্র স্ত্রীলোকটিকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির বিধান দিয়ে থাকেন। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধী যুবকটি বা পুরুষটি হয় গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির আত্মীয়। তাই সে অনায়াসে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় বা অন্যত্র পালিয়ে যায়। তখন সমাজের মাতব্বর মুরুব্বীগণ তাদের টিকিটিও খুঁজে পান না, তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তির বিধান দিতেও সাহস করেন না। ঈশ্বর কি কখনো এরূপ পক্ষপাতমূলক বিচারের সমর্থন করতে পারেন? সাহসী যুবক দানিয়েল ন্যায় বিচারের মাধ্যমে নিরপরাধ সুজান্নাকে দু'জন কামুক পুরুষ, মুখোসধারী দু'জন ভন্ড বিচারকের নিষ্ঠুরতার কবল থেকে রক্ষা করেন।

আজকাল খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই বখাটেদের উৎপাত ও মেয়েদের উত্যক্ত করার বীভৎস লোমহর্ষক বর্ণনা দেওয়া হয়। ধর্ষণ ও এসিড নিক্ষেপে কিশোরী মেয়ের চোখ-মুখ ঝলসে দেওয়ার খরর দেখা যায়, নাবালক মেয়ে-শিশুর উপর যুবক-কিশোরদের পাশবিক আচরণের খবর যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় যৌতুকলোভী স্বামী ও তার নিকটাত্মীয়রা অবলা নারীদের উপর অমানবিক পাশবিক অত্যাচার চালায়। এভাবে নির্যাতিত মেয়ে বা স্ত্রীলোকের শুধু

দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধিত হয় তা নয় বরং মানসিক দিক দিয়ে তারা সারা জীবনের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, নতুবা জীবনভর তাদেরকে মানসিক ক্ষত বহন করে চলতে হয়। এরূপ পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে পরিবারে ব্যক্তিমর্যাদার ভিত্তিতে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকপট ভালবাসা থাকতে হবে, মেয়ে-সন্তানদের প্রতি পিতামাতার অপেক্ষাকৃত বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে। নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সন্তানের সামনে তাদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে উঠতে হবে।

মনে রাখুন

"যে-কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেই ফেলেছে। সুতরাং তোমার ডান চোখ যদি তোমার পতনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল, দূরেই ফেলে দাও।"

শব্দার্থ ও শব্দটীকা

ইভটিজিং : ইভ বা হবা হচ্ছেন প্রথম নারী, আদমের স্ত্রী। ইভটিজিং বলতে রাস্তাঘাটে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা বা তাদের প্রতি বখাটে ছেলেদের অভদ্র ও অশালীন আচরণ বুঝায় – যেমন অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি, বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, শিস্ দেওয়া, কু-প্রস্তাব দেওয়া, ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যে-কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায় সে কী করে?

(ক) স্ত্রীলোকটিকে অপমান করে (খ) স্ত্রীলোকটির সাথে মনে মনে ব্যভিচার করে

(গ) স্ত্রীলোকটিকে প্রলোভন দেয় (ঘ) স্ত্রীলোকটিকে কু-প্রস্তাব দেয়।

২। রাস্তাঘাটে বখাটেদের উৎপাতে অতীষ্ঠ হয়ে অনেক সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্রীরা কী করে?

(ক) স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয় (খ) বিপথগামী হয়

(গ) ধর্মগুরুদের নিকট অভিযোগ করে (গ) মা-বাবার কাছে নালিশ করে

৩। ব্যভিচারের দায় কার?

(ক) সংশ্লিষ্ট পুরুষের (খ) নারী-পুরুষ উভয়েরই

(গ) সংশ্লিষ্ট নারীর (গ) অভিভাবকদের

৪। যৌতুকলোভী স্বামী ও তার নিকটাত্মীয়রা অবলা নারীদের প্রতি কী করে?

(ক) পাশবিক অত্যাচার চালায় (খ) এসিড নিক্ষেপ করে

(গ) পৈতৃক সম্পত্তির অংশ আনতে বাধ্য করে (গ) অনাহারে থাকতে বাধ্য করে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। খ্রীষ্টিয় জীবনের দায়িত্বগুলো নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (১২.৫.১ অনুচ্ছেদ দেখুন)

২। মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় কিভাবে তা নিজের কথায় লিখুন। (ভূমিকা দেখুন)

৩। মাদকাসক্তির কু-ফল সম্পর্কে নিজের কথায় লিখুন। (১২.৩.২ ও ১২.৩.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৪। আদর্শ খ্রীষ্টিয় পরিবার সম্পর্কে যা শিখেছেন তা নিজের ভাষায় লিখুন। (১২.৪.১ থেকে ১২.৪.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৫। সমাজের আর্তপীড়িত মানুষের প্রতি আমাদের করণীয়গুলো নিজের কথায় গুছিয়ে লিখুন। (১২.৫.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৬। প্রকৃত স্বাধীনতা কিভাবে অর্জন করা যায়? (২য় পাঠের সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৭। দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা কিভাবে নষ্ট হয়? (৪র্থ পাঠের সার-সংক্ষেপ দেখুন)

৮। পবিত্র আত্মার বশে চলার ফলগুলো কী কী? (১২.২.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)

৯। পাপ-স্বভাবের কাজগুলো কী কী? (১২.২.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১০। আদর্শ স্ত্রীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করুন। (১২.৪.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)

১১। আদর্শ স্বামীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করুন। (১২.৪.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১২। একজন বখাটে তরুণ বা যুবকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন (৮ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ)
১৩। বখাটেদের উৎপাত ও ইভটিজিং বন্ধ করতে হলে সমাজকে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? (৮ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ)
১৪। ঈশ্বর কী ধরনের উপাসনা বা ইবাদত অপছন্দ করেন? কেন? (১২.৬.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৫। যীশু শাস্ত্রীদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে বলেছেন কেন? (১২.৬.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৬। প্রবক্তা মিখার মতে প্রকৃত ধর্ম কোন্‌টি? (৬ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ)
১৭। ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য বা সার্থক উপাসনার শর্ত কি কি? (৬ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ)
১৮। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সংলাপ করার ব্যাপারে আমরা যীশুর কাছ থেকে কী শিখতে পারি? (৭নম্বর পাঠের ১২.৭.১ ও ১২.৭.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)
১৯। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। (৭ নম্বর পাঠের ১২.৭.৩ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২০। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার উপায়সমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। (৭ নম্বর পাঠের ১২.৭.৪ অনুচ্ছেদ দেখুন)
২১। সাধু পৌলের কথা অনুসারে ধর্মের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি ও কেন? (৭ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ দেখুন)
২২। বর্তমান বিশ্বে সম্প্রীতির কালচার গড়ে তোলা জরুরী ও অপরিহার্য কেন? (৭ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ দেখুন)
২৩। দু'জন কামুক প্রবীণ কিভাবে সুজান্নার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করেছিলেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। আমাদের সমাজে কি এ ধরনের ঘটনা ঘটে? (৮ নম্বর পাঠের ১২.৮.২ হতে ১২.৮.৫ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ দেখুন)
২৪। সমাজ থেকে ব্যভিচার, যৌন-নিপীড়ন ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে? এ ধরনের সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন। (৮ নম্বর পাঠের সার-সংক্ষেপ)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.১
১। গ, ২। ক, ৩। খ, ৪। গ, ৫। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.২
১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৩
১। গ, ২। খ, ৩। গ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৪
১। গ, ২। গ, ৩। ক, ৪। গ, ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৫
১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৬
১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৭
১। খ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১২.৮
১। খ, ২। বম ৩। খ, ৪। গ